দৈনিক বাংলা

19 JAN 1986 ... 5 ... 7 ... কলাম

দৈনিক সংকটে শিক্ষক

প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ক্লাস বর্জন শুরু হয়ে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় প্রতি বছরই এখানকার প্রশিক্ষণরত শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে বছরের এই সময়ে ক্লাস বর্জন করেন। কখনও কখনও এই অবস্থা চলে মাসের পর মাস কখনও কয়েক সপ্তাহ। আলাপ আলোচনা হয়। আশ্বাস পাওয়া যায়। পুনরায় ক্লাস শুরু হয়। ইতিমধ্যে নয় মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ হয়ে যায়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে যারা শিক্ষক তারা যার যার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান। যাদের চাকরি নেই তারা স্কুলে স্কুলে চাকরির দরখাস্ত করতে থাকেন। কিন্তু টিটি কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের দুরবস্থা অপরিবর্তিতই থাকে।

শিক্ষকদের এমনিতেই হাজারো সমস্যা, কোথায়ও চাকরি আছে নাম-কা ওয়াস্তে। কোথায়ও স্কুলের কোনো বেতন নেই, সরকারী অনুদানই ভরসা। চাকরির নিশ্চয়তা নেই বহু ক্ষেত্রে। চাকরি আজ আছে, কাল নেই। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে স্নাতক। কিন্তু এর চেয়ে বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো মূল্য নেই, ইনসেনটিভ নেই।

গ্রাম গ্রামান্তরের শিক্ষকেরা পড়তে আসেন টিটি কলেজে। প্রশিক্ষণের ন্যূনতম সুবিধাটুকু পেতে চান তারা: বর্ধিত বোনাফিট, উচ্চতম মর্যাদা।

কিন্তু এই প্রশিক্ষণ নিয়ে টিটি কলেজগুলোতে সমস্যা চলছে দীর্ঘকাল। কোনো অবস্থাতেই এই সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না। প্রথমেই ধরা যায় প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের মাসিক বৃত্তির কথা। এই বৃত্তি সামান্য। গত কয়েক বছর ধরে এই বৃত্তির অংক চালু আছে দুইশ টাকা। এই দুইশ টাকাই কর্মরত একজন শিক্ষকের সম্বল। সরকারের নিয়ম আছে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে সকল শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে। এর সুবিধার জন্য দূরশিক্ষণ বিএড পরীক্ষা (বাইড) চালু করা হয়েছে। সফল শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থের এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। আবার সরকারের নির্দেশ আছে, প্রশিক্ষণকালে স্কুলের অনুমোদন লাগবে এবং স্কুলকে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বেতন। কিন্তু কটা স্কুল শিক্ষকদের এই বেতন দেয় বা দিতে পারে? অধিকাংশ স্কুলেরই সে সঙ্গতি নেই। একথা সবাই জানেন। সেখানে ওই সামান্য অর্থ ভরসা করে শিক্ষকরা আসেন প্রশিক্ষণ নিতে। কাগজ-কলম, থাকা, খাওয়া, কিভাবে চলে? শুধু এখানেই শেষ নয়। এমনও ঘটনা আমাদের জানা আছে, স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ভর্তি হয়েছেন টিটি কলেজে। কমাস ক্লাসও করেছেন। তারপর চিঠি পেয়েছেন ফিরে আসুন প্রশিক্ষণ বাদ দিয়ে, নইলে চাকরি নট। কি করবেন ওই শিক্ষক?

তবু যারা প্রশিক্ষণ নেন, নিতে আসেন বৃত্তির অর্থটা তাদের সহায়ক হয়। এই বৃত্তি বাড়ানোর জন্য নানা সময় তারা আলোচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাদের দাবী, কর্তৃপক্ষ কথাও দিয়েছিলেন গত বছর, বৃত্তির দুইশ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিনশ টাকা করা হবে। কিন্তু আশ্বাস কার্যকর হয়নি। এবারও তারা আলোচনা করেছেন। আলোচনায় তারা আশ্বাসও পেয়েছিলেন। বলা নাকি হয়েছিল, দুইশ টাকা চারশ টাকা করা হবে, তারপর বলা হয়েছিল, তিনশ টাকা করা হবে। সর্বশেষ তাদের বলা হয়েছে শতকরা পনেরো ভাগ বাড়িয়ে তাদের বৃত্তি দুইশ ত্রিশ টাকায় উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে। সে আশ্বাসও বাস্তবায়িত হয়নি। জুলাই (৮৫) মাসে কোর্স শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোতে। কিন্তু এই জানুয়ারী পর্যন্ত ছয় মাস ওই বৃত্তির টাকা বকেয়া পড়ে আছে। তারা পাননি। এই অবস্থাকে কি স্বাভাবিক বলা যায়?

এই বৃত্তির ব্যাপারেও আছে আবার পার্থক্য। যারা ইতিমধ্যেই শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন, কেবল তারাই পান বৃত্তি। কিন্তু যাদের চাকরি নেই, তাদের বৃত্তিও নেই। চাকরিহীন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের জন্যও যথার্থ প্রশিক্ষণের স্বার্থেই বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

সমস্যার এখানেই শেষ নয়। নয় মাসের এই প্রশিক্ষণ শেষ করার পর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকরা ফিরে যান। কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরোতে লাগে দীর্ঘ সময়। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত দীর্ঘ সূত্রতা বিরাজমান। এই পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। কখনও কখনও এই ফল বেরোতে বেরোতে ছয় মাস সাত মাস পর্যন্ত সময় লাগে। ফল না বেরোলে, প্রশিক্ষণে সাফল্য লাভ না করলে বর্ধিত হারে সরকারী বোনাফিটের টাকা পাওয়া যায় না। এতে ফল প্রকাশ যত বিলম্বিত হয়, বর্ধিত বোনাফিটের টাকা পেতেও ততো দেরী হয়। ভোগেন সাধারণ শিক্ষকেরা। কিন্তু ফল প্রকাশের এই দীর্ঘসূত্রতার অবসান ঘটানোর প্রয়োজন। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকদের বর্ধিত বোনাফিট বা অনুদান নিশ্চিত করা দরকার।

তবে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এই সংকট। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার যথার্থ বিস্তার সাধনের প্রয়াসে শিক্ষকদের কল্যাণের দিকটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষই তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সারা দেশে শিক্ষার সুষম মান নিশ্চিত করার জন্যই প্রশিক্ষণের আয়োজন। এই আয়োজনের আরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের শিক্ষক সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যবস্থা যদি করা না যায়, তাহলে শিক্ষার সুষম মান নিশ্চিত হবে না, শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যও রোধ করা সম্ভব হবে না। তাই আমরা সীমিত সম্পদের ভেতরেও শিক্ষকদের যতটা বেশি সম্ভব কল্যাণ সাধনে সকল মহলের সহানুভূতিশীল বিবেচনার আবেদন জানাই।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী